প্রথম আলো

16 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

নববর্ষে ছাত্রলীগ কর্মীদের চাঁদাবাজি, বহিষ্কার ১১

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পয়লা বৈশাখের আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে চাঁদাবাজি করেছেন ছাত্রলীগের কিছু কর্মী। ওই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের পাঁচ সংবাদকর্মী।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের ২১ নেতা-কর্মীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রলীগ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এস এম হলের ১১ জনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করেছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এবং এস এম হলের শিক্ষার্থীরা এবং আহত সাংবাদিকেরা জানান, শনিবার দিবাগত রাত থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত ফুলার রোডে এস এম হল শাখা ছাত্রলীগের ১০-১২ জন নেতা-কর্মী ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া সব ধরনের যানবাহন থামিয়ে নববর্ষের নামে চাঁদা তুলছিলেন। খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকেরা ভোর সাড়ে চারটার দিকে ঘটনাস্থলে যান। চাঁদা সংগ্রহকারীরা নিজেদের এস এম হল ছাত্রলীগের কর্মী বলে পরিচয় দেন। একপর্যায়ে এস এম হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা *প্রথম আলোর* বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আহমেদ জায়িফ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মদয় কুমার দত্ত, সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী দুলাল সমদ্দার, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সুজন মণ্ডল ও *ডেইলি স্টার*-এর প্রতীক চক্রবর্তীকে লাঞ্ছিত করেন। খবর পেয়ে *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শরিফুল হাসান সেখানে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে তাঁর ওপরও হামলা চালান তাঁরা।

ঘটনা জানার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ ঘটনাস্থলে যান। পরে তাঁরা এস এম হলে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে চাঁদাবাজিতে জড়িত ইংরেজি বিভাগের শামীম, ইতিহাস বিভাগের ঐতিহ্য, সাংবাদিকতা বিভাগের আসিফ, ফিন্যান্স বিভাগের তানভির, মুরাদ ও তাপসকে চিহ্নিত করেন। অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, তাঁরা ছিনতাই করছিলেন না, তবে গাড়ি থামিয়ে নববর্ষ উপলক্ষে কিছু 'বকশিশ' তুলছিলেন।

চাঁদাবাজি ও হামলার ঘটনায় জড়িত হিসেবে আরও যাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁরা হলেন শাহীন (অর্থনীতি), শাহাদত (আইন), সাইদ (সংগীত বিভাগ), পলাশ (মাস্টার্স), নাহিদ (চতুর্থ বর্ষ), হাসান (ইসলামিক স্টাডিজ), রাসেল (মাস্টার্স), ওবায়দুল (মাস্টার্স, সমাজবিজ্ঞান), ওসমান (মাস্টার্স, সমাজবিজ্ঞান), জামান (মাস্টার্স), লিটন (দর্শন), আলমগীর, বাপ্পা, শিকুল ও রাসেল।

প্রক্টর অধ্যাপক আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চাঁদাবাজি ও সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারী সবাইকে চিহ্নিত করেছি। দ্রুত তদন্ত কমিটি করে একাডেমিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র চাঁদাবাজি ও ছিনতাই করবে, সেটি কোনোভাবেই মানা যায় না। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এস এম হলের সভাপতি মেহেদী হাসান ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিজামুল ইসলাম জানান, ওই ঘটনায় জড়িত থাকায় গতকাল তাপস, আসিফ, শামীম, শাহীন, ঐতিহ্য, তানভির, শাহাদত, শিকুল, নাহিদ, হাসান ও ওবাইদুরকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।